গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
প্রশাসন (সেবা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mos.gov.bd

নং-১৮.০০.০০০০.০১৬.২৩.০০৭.২০ (অংশ-১) ৫৮৮ তারিখঃ ২৩-১১-২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ মহান বিজয় দিবস-২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী প্রসঙ্গে।

সূত্র: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যবিবরণী, তারিখ: ০৯/১১/২০২১খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ১৬ ডিসেম্বর "মহান বিজয় দিবস-২০২১" উদযাপন উপলক্ষে গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

২৩-১১-২০২১

মো: আলমগীর কবির
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
ফোন: ৯৫১৫৫৫১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ

১। চেয়ারম্যান, জানরক/বিআইডব্লিউটিএ/বিআইডব্লিউটিসি/চবক/মোবক/পাবক/বাস্থবক।
২। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।
৪। অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাম।
৫। কমান্ড্যান্ট, মেরিন একাডেমি, জুলদিয়া, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম-৪২০৬।
৬। পরিচালক, নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর, চট্টগ্রাম।

অনুলিপি ঃ

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সিস্টেম এনালিস্ট/প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের দপ্তর, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

21 NOV 2021

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সরকারি পরিবহনপুল ভবন
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা
(প্রশাসন-১ শাখা)
www.molwa.gov.bd

বিষয়ঃ মহান বিজয় দিবস-২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	খাজা মিয়া সচিব মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময়	:	২৭-১০-২০২১, সকাল ১২-০০ টা
সভার স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ	:	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। বক্তব্যের শুরুতেই তিনি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। অত:পর তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। সভাপতি জানান, মহান বিজয় দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত জাতীয় কর্মসূচি ইতোমধ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদন লাভ করেছে। উক্ত জাতীয় কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করে পূর্ববর্তী বছরসমূহের অভিজ্ঞতার আলোকে আরো আকর্ষণীয় ও যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদযাপনের জন্য তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

২। অত:পর সভাপতি জাতীয় কর্মসূচির আলোকে আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য-সচিব ও অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) কে অনুরোধ জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) অনুমোদিত জাতীয় কর্মসূচি সভায় উপস্থাপন করেন। কর্মসূচির বিষয়ে সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা থেকে আগত কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে তাদের মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন। সভায় বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১।	মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশ: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও যথাসময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে নিশ্চিত করেন।	১.১ যথাসময়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব এর বাণী প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ১.২ আগামী ১৫ নভেম্বর ২০২১ এর মধ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী সংগ্রহের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, চলচ্চিত্র প্রকাশনা অধিদপ্তর, বাণী প্রণয়ন সংক্রান্ত উপকমিটি। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সমন্বয় করবে।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
গ্রহণ ও বিতরন শাখা
21 NOV 2021
ডাইরী নম্বর ৯৮৭২

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
সচিব এর দপ্তর
21 NOV 2021
ডায়রী নং A-২৫৭২

০২।	মহান বিজয় দিবস উদযাপনের জন্য সাধারণ ছুটি ঘোষণা: সকল (সরকারি/বেসরকারি) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন এবং অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতির উপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। সভাপতি এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতি জানান, প্যারেড গ্রাউন্ডে সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন বিধায় ঢাকায় অবস্থানরত সকল আমন্ত্রিত সরকারি কর্মকর্তাগণের এ অনুষ্ঠানে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। এছাড়াও, সকল সরকারি কর্মচারিকে দিবসটি উদযাপনের জন্য রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন মর্মেও তিনি সভাকে অবহিত করেন।	২.১ মহান বিজয় দিবসে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (সরকারি/বেসরকারি) দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। ২.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরিপত্র অনুযায়ী মহান বিজয় দিবস 'ক' শ্রেণিভুক্ত জাতীয় দিবস বিধায় ঢাকায় অবস্থানরত সকল আমন্ত্রিত সরকারি কর্মকর্তাগণের এ অনুষ্ঠানে উপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া দিবসের সকল রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিতে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণকে উপস্থিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ দপ্তর/অধিদপ্তর প্রধানকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষ মন্ত্রণালয়, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা/জেলা প্রশাসন (সকল) উপজেলা প্রশাসন (সকল)
০৩ (ক)	সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনঃ সভায় সঠিক মাপ ও রঙের জাতীয় পতাকা যথাযথ ভাবে উত্তোলনের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্দেশ্যে নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে মর্মে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি বিধি সংগতভাবে "দি ফ্লাগ রুলস" ১৯৭২ অনুসরণপূর্বক পতাকা উত্তোলন ও অবনমনের জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতি পত্র-পত্রিকায় এবং বেতার-টেলিভিশনের মাধ্যমে 'দি ফ্লাগ রুলস ১৯৭২' ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানান। পতাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে 'দি ফ্ল্যাগ রুলস ১৯৭২' যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য মহান বিজয় দিবসের ২/৩ দিন আগে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। কোনক্রমেই যেন পুরনো পতাকা উত্তোলন করা না হয় সে বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারদেরসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	৩.১ সকল সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবনে 'দি ফ্লাগ রুলস' অনুযায়ী সঠিক মাপ ও রঙের জাতীয় পতাকা যথাযথ ভাবে উত্তোলনের জন্য পত্র-পত্রিকায় ও বেতার-টেলিভিশনের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩.২ জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন কর্তৃক দিবসের ২/৩ দিন আগে 'দি ফ্ল্যাগ রুলস ১৯৭২' (People's Republic of Bangladesh Flag Rules, 1972) অনুসরণপূর্বক পতাকা উত্তোলন ও অবনমনের জন্য ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩.৩ কোনক্রমেই পুরনো পতাকা উত্তোলন করা যাবে না। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাস মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ টেলিভিশন বাংলাদেশ বেতার, বেসরকারী টিভি চ্যানেল ও বেতারসমূহ, জেল প্রশাসন (সকল), উপজেলা প্রশাস (সকল)

অপর পৃষ্ঠা-৫ সদয় দ্রষ্টব্য

০৩(খ)	<u>ঢাকা শহরে সহজে দৃশ্যমান উঁচু ভবনসমূহে বিধি অনুযায়ী সঠিক মাপ ও রঙের জাতীয় পতাকা উত্তোলন :</u> ঢাকা শহরে সহজে দৃশ্যমান উঁচু ভবনসমূহে 'দি ফ্লাগ রুলস ১৯৭২' (People's Republic of Bangladesh Flag Rules, 1972) অনুযায়ী সঠিক মাপ ও রঙের পতাকা উত্তোলনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে কর্মসূচিটি যথাসময়ে যথাযথভাবে পালনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	৩.৪ ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় 'দি ফ্ল্যাগ রুলস ১৯৭২' অনুসরণপূর্বক সঠিক মাপ ও রঙের পতাকা উত্তোলনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।
০৩(গ)	<u>গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবন/ স্থাপনাসমূহে আলোকসজ্জা:</u> গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান, মহান বিজয় দিবসের আলোকসজ্জা একটি রুটিন কাজ, যথাসময়ে আলোকসজ্জার কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সভাপতি গণপূর্ত অধিদপ্তরের পাশাপাশি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের আহবান জানান। যে সকল ভবন/স্থাপনায় আলোকসজ্জা করা হবে, আগে থেকেই তার একটি তালিকা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জানান।	৩.৫ গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং সিটি কর্পোরেশনসমূহ কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং গুরুত্বপূর্ণ বেসরকারি ভবন/স্থাপনাসমূহে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ৩.৬ কোন কোন সরকারি ভবনে/স্থাপনায় আলোকসজ্জা করা হবে তার তালিকা আগামি ০৭ ডিসেম্বরের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বিদ্যুৎ বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সকল সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), পৌরসভা, সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ভবনসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ভবনের মালিক।
০৪ (ক)	<u>সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ঢাকায় পঞ্চাশবার তোপধ্বনি:</u> প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি জানান, যথাসময়ে তোপধ্বনির কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। সভাপতি জানান, মূল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহান বিজয় দিবসের প্রত্যুষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পক্ষে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের পূর্বে দেশের অন্য কোন স্থানে পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠান অথবা তোপধ্বনির কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। সভায় এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে একটি নির্দেশনা জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	৪.১ মহান বিজয় দিবসের প্রত্যুষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পক্ষে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের পূর্বে দেশের অন্য কোন স্থানে পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠান অথবা তোপধ্বনির কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। ৪.২ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে (৬.৩৪ মিনিটে) ঢাকায় পঞ্চাশবার তোপধ্বনির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ, জেলা প্রশাসক (সকল), পুলিশ সুপার (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
০৪ (খ)	<u>দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় পঞ্চাশবার তোপধ্বনি:</u> সভাপতি দেশের সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পঞ্চাশবার তোপধ্বনি'র সময় যেন কোন ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে সে দিকে সতর্কতা অবলম্বনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ বিষয়ে জননিরাপত্তা বিভাগের প্রতিনিধি জানান, সারা দেশে যেন কোন ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে সে দিকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হবে।	৪.৩ জেলা ও উপজেলা প্রশাসন দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় একইভাবে সকাল ৬.৩৪ মিনিটের অব্যবহিত পর পঞ্চাশবার তোপধ্বনির কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। ৪.৪ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তোপধ্বনি'র সময় যেন কোন ধরনের দূর্ঘটনা না ঘটে সে দিকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।	

অপর পৃষ্ঠায় সদয় দ্রষ্টব্য

০৫।	**সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ:** জাতীয় স্মৃতিসৌধের সার্বিক নিরাপত্তা, স্মৃতিসৌধের সামনের রাস্তায়, বাসস্ট্যান্ডে, অকেজো যানবাহন, আবর্জনার স্তূপ, ফুটপাতের উপর নিরাপত্তার জন্য হুমকি আছে/হতে পারে এমন অবস্থিত অবৈধ দোকান উচ্ছেদ, ঢাকা-সাভার সড়ক মেরামত, সংস্কার ও ডিভাইডার রং করা, সড়কের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য তোরণ/ব্যানার নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়ে সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সভাপতি জানান, ঢাকা-সাভার রোডে নিরাপত্তার চাদর দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। সভাপতি একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেন।	৫.১ সভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ বিষয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তাবায়ন করতে হবে। ৫.২ মূল কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পুষ্পস্তবক অর্পণের পূর্বে (৬:৩৩ মিনিট) জেলা/উপজেলা বা কোন পর্যায়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা যাবে না। ৫.৩ জাতীয় স্মৃতিসৌধের সম্মুখের সড়কসহ ঢাকা-সাভার সড়কের রাস্তাটির ফুটপাত থেকে নিরাপত্তার জন্য হুমকি আছে এমন অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করার বিষয়ে জেলা প্রশাসক, ঢাকা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; ৫.৪ ঢাকা-সাভার সড়ক সংস্কার ও মেরামতসহ ডিভাইডার রং করণ এবং সড়কের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের জন্য তোরণ, ব্যানার ইত্যাদির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহি বিভাগ, ৯ পদাতিক ডিভিশ সড়ক ও মহাসড়ক বিভা বাংলাদেশ পুলিশ, গণপূ অধিদপ্তর, বিভাগীয় কমিশনা ঢাকা, জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
৬।	সভাপতি সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের সদস্যবৃন্দ, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টকে অনুরোধ করেন। তিনি সভায় বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী কুটনীতিক এবং মিত্র বাহিনীর সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণকারী আমন্ত্রিত সেনা বাহিনীর সদস্যগণকে (WAR VETERANS) আমন্ত্রণ জানানো, সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পৌছানো এবং পুষ্পস্তবক অর্পণের যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এবং বাংলাদেশ পুলিশকে অনুরোধ জানান। সভায় সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিগণ জানান, এ বিষয়ে সকল প্রস্তু গ্রহণ করা হয়েছে।	৬.১ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী মিত্র বাহিনীর সদস্যগণকে(WAR VETERANS) আমন্ত্রণ জানানো, বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী কুটনীতিকবৃন্দের যথাযথ নিরাপত্তা বিধান পূর্বক জাতীয় স্মৃতিসৌধে এবং প্যারেড গ্রাউন্ডে নিয়ে যাওয়া এবং আসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৬.২ মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের সদস্যবৃন্দ, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট। -৫-	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণাল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপ বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ পদাতিক ডিভিশন, গৃহায়ন গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাে পুলিশ, বাংলাদেশ মুক্তিযে কল্যাণ ট্রাস্ট, প্রশাস বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল ট্রাস্ট সমন্বয় করবে।
০৭।	**তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরস্থ জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ:** সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের বিষয়ে ইতোমধ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে মর্মে ৯ পদাতিক ডিভিশনের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন। অনুষ্ঠানের ধারাভাষ্য মঞ্চ থেকে যাতে কুচকাওয়াজ ও যান্ত্রিক বহর সহজে দৃশমান হয়, সে রকম স্থান নির্ধারণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভায় তিনি যান্ত্রিক বহরে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের যানবাহনগুলো যথাসময়ে প্রস্তুতকরণের বিষয়ে আলোকপাত করেন। এছাড়া, তিনি বিজয় দিবসের সার্বিক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বাজেটের কলেবর	৭.১ অনুষ্ঠানের ধারাভাষ্য যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে বর্ণনা করার নিমিত্ত ধারাভাষ্য মঞ্চ থেকে যাতে কুচকাওয়াজ ও যান্ত্রিক বহর সহজে দৃশ্যমান হয়, সে রকম সুবিধাজনক স্থানে ধারাভাষ্য মঞ্চ নির্মাণ করতে হবে। ৭.২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকান্ড ভিত্তিক যান্ত্রিক বহর প্রদর্শনীর পুরস্কার প্রদানের জন্য গঠিত কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দের বসার স্থান থেকে যান্ত্রিক বহর প্রদর্শনী যেন সহজে দৃশ্যমান হয়, সে রকম বসার ব্যবস্থা করতে হবে। ৭.৩ সকল অনুষ্ঠানের এসবি পাস অনুষ্ঠানের যৌক্তিক সময়ের পূর্বে বিতরণের ব্যবস্থা	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বি (সকল), সশস্ত্র বাহিনী বিভা পদাতিক ডিভিশন, গ অধিদপ্তর, স্পেশাল ব বাংলাদেশ পুলিশ। ৯ পদাতিক ডিভিশন স করবে।

অপর পৃষ্ঠা-৫

	বৃদ্ধি করার অনুরোধ জানান। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি জানান, সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সামরিক কন্টিনজেন্টে (রাশিয়া, ভারত, ভুটান ও মেক্সিকো) অংশগ্রহণ করবে। এছাড়াও তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া ও নেপালকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। যদি দেশগুলি আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তাহলে বর্ধিত বাজেটের প্রয়োজন হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। সভায় সকল অনুষ্ঠানের স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি) পাস দিবসের ০২/০৩ দিন পূর্বে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। মহান বিজয় দিবস ২০২১ এর সার্বিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়কে সভায় অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়াও সভায় প্যারেড স্কয়ারসহ সকল অনুষ্ঠানস্থলের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং মেরামতের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	গ্রহণ করতে হবে। অসুস্থ না হলে কোন অবস্থাতেই এসবি পাসপ্রাপ্ত ড্রাইভার পরিবর্তন করা যাবে না; ৭.৪ যান্ত্রিক বহরে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের যানবাহনগুলো যথাসময়ে প্রস্তুত করতে হবে।	
০৮।	<u>বিভিন্ন স্থানে বাদ্য পরিবেশন:</u> সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি জানান, পূর্ব নির্ধারিত জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিভিন্ন বাহিনী কর্তৃক বাদ্য পরিবেশন কর্মসূচি যথাসময়ে যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হবে। যেহেতু ১৬ই ডিসেম্বর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকীর সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। সেহেতু ১৬ই ডিসেম্বরের অনুষ্ঠান এবং জন্মশত বার্ষিকীর সমাপনী অনুষ্ঠান বিশেষত জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের বিষয়ে একসাথে সমন্বয় করে আয়োজনের লক্ষ্যে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	যথাসময়ে মহনগরীর পূর্ব নির্ধারিত স্থানে বাদ্য পরিবেশনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।
০৯।	<u>চট্টগ্রাম, খুলনা ও মংলা বন্দর, ঢাকার সদরঘাট, পাগলা, (নারায়নগঞ্জ), চাঁদপুর ও বরিশালসহ বিআইডব্লিউটিসি এর ঘাটে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ও কোস্টগার্ডের সুসজ্জিত জাহাজসমূহ ১৫-১৬ ডিসেম্বর বিকাল ২টা হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জনসাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখা:</u> সংশ্লিস্ট প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, দিবসের কর্মসূচি মোতাবেক তাদের সুসজ্জিত জাহাজসমূহ জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখার সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সভাপতি সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৫-১৬ ডিসেম্বর বিকাল ২টা .হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সুসজ্জিত জাহাজসমূহ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি প্রদর্শনীতে জনসমাগম বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন।	৯.১ চট্টগ্রাম খুলনা ও মংলা বন্দর, ঢাকার সদরঘাট, নারায়ণগঞ্জের পাগলা, চাঁদপুর ও বরিশালসহ বিআইডব্লিউটিসি এর ঘাটে সুসজ্জিত জাহাজসমূহ ১৫-১৬ ডিসেম্বর বিকাল ২টা হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উন্মুক্ত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৯.২ সুসজ্জিত জাহাজ প্রদর্শনীতে জনসমাগম বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ও বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, বাংলাদেশ পুলিশ, বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার, জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নারায়ণগঞ্জ সদর। **নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সমন্বয় করবে।**

অপর পৃষ্ঠা-৬ সদয় দ্রষ্টব্য

১০।	বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ: ঢাকা দক্ষিণ সিটি এবং উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধিগণ জানান এবার আরো জাকজমকপূর্ণভাবে ঢাকায় বসবাসরত মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। সভাপতি জাতীয় কর্মসূচির সময়ের সাথে সমন্বয় করে সকল সিটি কর্পোরেশনকে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করার আহবান জানান।	১০.১ জাতীয় কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করে সকল সিটি কর্পোরেশন/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে বীরমুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনার আয়োজন নিশ্চিত করতে হবে। ১০.২ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন গত বছরের ন্যায় সুবিধাজনক স্থান ও সময়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্থানীয় সরকা বিভাগ, সকল সিটি কর্পোরেশ জেলা প্রশাসক (সকল), উপজে নির্বাহী অফিসার (সকল), বাংলাদে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমা কাউন্সিল।
১১।	জেলা ও উপজেলা সদরে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশ ও ক্রীড়া অনুষ্ঠান: নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, তাদের মন্ত্রণালয় কর্তৃক নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে বিধায় বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের নাম অর্ন্তভুক্ত করার অনুরোধ জানান। সভাপতি সংশ্লিস্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।	জেলা ও উপজেলা সদরে স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের জাতীয় কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ, সমাবেশ, ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত নির্দেশনা জারী করবে। এছাড়া অপরাহ্নে মহিলাদের ক্রীড়া অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করতে হবে।	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভা কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণাল যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, (পরিবহন মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় ক্রী পরিষদ, ক্রীড়া পরিদপ্তর, জে প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বা অফিসার (সকল)।
১২।	বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন কর্তৃক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন: সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ শিল্পকলা একাডেমি, নজরুল ইনস্টিটিউট, জাতীয় যাদুঘর, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বিরিশিরি, মনিপুরী একাডেমি, ছায়ানট, বুলবুল ললিতকলা একাডেমি এবং বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন কর্তৃক এ বছর আরও জাঁকজমকপূর্ণভাবে আয়োজনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বাংলাদেশ পুলিশ এর প্রতিনিধি শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক কখন, কোথায় প্রোগ্রাম হবে এবং কতজন শিল্পী অংশগ্রহণ করবে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি নির্দিষ্ট দিনের আগেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশকে অবহিত করার অনুরোধ জানান।	১২.১ যথাসময়ে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন কর্তৃক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১২.১ শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক কখন, কোথায় প্রোগ্রাম হবে এবং কতজন শিল্পী অংশগ্রহণ করবে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি নির্দিষ্ট দিনের আগেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশকে অবহিত করতে হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্ব চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহি শিশু বিষয়ক মন্ত্রণাল বাংলাদেশ পুলিশ, জেলা প্রশাস (সকল), উপজেলা নির্ব অফিসার(সকল)।

অপর পৃষ্ঠা-৭ সদয় দ্রষ্টব্য

১৩।	'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার' শীর্ষক আলোচনা ও সিম্পোজিয়াম।: 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার' শীর্ষক আলোচনা ও সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি আহবান জানান। এছাড়াও, জাতীয় পর্যায়ে রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজনের জন্য সভার পক্ষ হতে অনুরোধ জানানো হয় । সভাপতি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত কর্মসূচিতে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের উপস্থিতে তাদের বীরত্বগাঁথা যুদ্ধকালীন সময়ের স্মৃতিচারণ শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানান।	১৩.১ 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার' শীর্ষক আলোচনা ও সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠানের বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়। ১৩.২ জাতীয় পর্যায়ে রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতিতে তাঁদের বীরত্বগাঁথা মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্মৃতিচারণ শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, জেলা প্রশাসক (সকল) ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
১৪	বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি বিটিভি/বেতার চ্যানেলে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ভিত্তিক অনুষ্ঠানমালা প্রচার: এ বিষয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, এ বিষয়ে অন্যান্য বারের ন্যায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি বিটিভি/বেতার চ্যানেলে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ভিত্তিক অনুষ্ঠানমালা প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার/ বেসরকারি টিভি চ্যানেল, বেসরকারী বেতার/এফএম রেডিও এবং ক্রোড়পত্র প্রকাশ সংক্রান্ত উপ-কমিটি। **তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সমন্বয় করবে।**
১৫	ঢাকাসহ দেশের সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সিনেমা হলে বিনা টিকেটে ছাত্রছাত্রীদের জন্য চলচিত্র প্রদর্শনী এবং মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামান্যচিত্র প্রদর্শনী: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান অন্যান্য বছরের মত এ বছরেও বিনা টিকিটে ছাত্রছাত্রীদের জন্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীসহ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রমান্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সভায় সিনেমা হলসহ বিভিন্ন উন্মুক্ত স্থানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক সিনেমা প্রদর্শন করা যায় কিনা সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনা টিকিটে সিনেমা হলে ও উন্মুক্ত স্থানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে।	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)। **তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সমন্বয় করবে।**
১৬	সংবাদ পত্রসমূহে বিশেষ নিবন্ধ, সাহিত্য সাময়িকী ও ক্রোড়পত্র প্রকাশ: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান এ বিষয়ে উপকমিটি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	সংবাদপত্রসমূহে বিশেষ নিবন্ধ, সাহিত্য সাময়িকী ও ক্রোড়পত্র প্রকাশের নিমিত্ত এ সংক্রান্ত উপকমিটি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ক্রোড়পত্র প্রকাশ সংক্রান্ত উপকমিটি

অপর পৃষ্ঠা-৮ সদয় দ্রষ্টব্য

১৭	<u>শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত/যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সুস্বাস্থ্য এবং জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে মোনাজাত ও প্রার্থনা:</u> সভাপতি সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদক বিরোধী কার্যক্রমে জনমত সৃষ্টির জন্য আলোচনা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত/যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সুস্বাস্থ্য এবং জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে সকল মসজিদে বাদ জোহর মোনাজাত এবং মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে সুবিধাজনক সময়ে প্রার্থনার ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানান। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, বিগত বছরগুলোর চেয়ে আরও বেশি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে মোনাজাতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদক বিরোধী কার্যক্রমে জনমত সৃষ্টির জন্য আলোচনা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত/যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সুস্বাস্থ্য এবং জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে সকল মসজিদে বাদ জোহর মোনাজাত এবং মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে সুবিধাজনক সময়ে প্রার্থনার ব্যবস্থা করতে হবে।	ধর্ম মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, খ্রীস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।
১৮	<u>দেশের সকল হাসপাতাল, জেলখানা, বৃদ্ধাশ্রম, এতিমখানা, ডে কেয়ার সেন্টার, শিশু বিকাশ কেন্দ্র এবং শিশু পরিবার ও ভবঘুরে প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নতমানের খাবার সরবরাহ:</u> উন্নতমানের ও স্বাস্থ্য সম্মত খাবার পরিবেশনের বিষয়ে সভাপতি যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, স্বাস্থ্য সম্মত এবং উন্নতমানের খাবারসহ স্বাস্থ্য চিকিৎসার বিষয়টিও নিশ্চিত করার জন্য ইতোমধ্যেই তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।	দেশের সকল হাসপাতাল, জেলখানা, বৃদ্ধাশ্রম, এতিমখানা, ডে কেয়ার সেন্টার, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, শিশু পরিবার ও ভবঘুরে প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নতমানের খাবার সরবরাহ করতে হবে।	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।
১৯	**বঙ্গভবনে অপরাহ্নে (রাষ্ট্রপতির কার্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে) বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানঃ** সভাপতি জানান বঙ্গভবনে অপরাহ্নে (রাষ্ট্রপতির কার্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে) বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট সমন্বয় করবে।	অপরাহ্নে (রাষ্ট্রপতির কার্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে) বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট সমন্বয় করবে।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট। **বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট সমন্বয় করবে।**
২০	<u>বিদেশে অবস্থিত দূতাবাসসমূহে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসভিত্তিক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন:</u> মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসভিত্তিক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান। এছাড়া, বিদেশে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে ক্রোড়পত্র প্রকাশের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানান।	২০.১ বিদেশে অবস্থিত দূতাবাসসমূহে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসভিত্তিক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। ২০.২ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিদেশী বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ক্রোড়পত্র প্রকাশের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও মিশন প্রধান (সকল)। **পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সমন্বয় করবে।**

অপর পৃষ্ঠা-৯ সদয় দ্রষ্টব্য

২১	দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি শিশু পার্ক শিশুদের জন্য সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখা এবং বিনা টিকিটে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা: দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি শিশু পার্ক শিশুদের জন্য সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখা এবং বিনা টিকিটে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভায় সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি জানান, প্রতিবারের ন্যায় এবারও সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখাসহ বিনা টিকিটে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি শিশু পার্ক শিশুদের জন্য সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখা এবং বিনা টিকিটে প্রদর্শনীর জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক পত্র/নির্দেশনা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	স্থানীয় সরকার বিভাগ, সিটি কর্পোরেশন (সকল), জেলা প্রশাসক (সকল), পুলিশ সুপার (সকল), সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ও সংশ্লিষ্ট পৌরসভা কর্তৃপক্ষ।
২২	জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আলোচনা সভা, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান: সভাপতি ঢাকাসহ সকল বিভাগীয় শহরে ও জেলা পর্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আলোচনা সভা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের বিষয়ে দ্রুত সভা করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানান।	ঢাকাসহ সকল বিভাগীয় শহরে ও জেলা পর্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আলোচনা সভা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, জেলা প্রশাসক (সকল), জেলা পরিষদ (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)। **মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সমন্বয় করবে।**
২৩	সরকারি ও বেসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার জাদুঘরসমূহ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিনা টিকিটে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা: সভাপতি সকল সরকারি ও বেসরকারি/ স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার জাদুঘরসমূহ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিনা টিকিটে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিগণ জানান অন্যান্য বারের মতো এবারও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিনা টিকিটে জনসাধারণের জন্য জাদুঘর উন্মুক্ত রাখা হবে।	সকল সরকারি ও বেসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার জাদুঘরসমূহ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিনা টিকিটে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, সামরিক জাদুঘর, বিমান বাহিনী জাদুঘর, নৌ-বাহিনী জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ভূ-গর্ভস্থ জাদুঘর, অন্যান্য জাদুঘর কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
২৪	সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতাস্তম্ভের ভূ-গর্ভস্থ জাদুঘরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভিত্তিক প্রামান্যচিত্র/পোস্টার প্রদর্শনীসহ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা: সভাপতি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতা স্তম্ভের ভূ-গর্ভস্থ জাদুঘরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভিত্তিক প্রামান্যচিত্র/পোস্টার প্রদর্শনীসহ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিকে অনুরোধ জানান।	সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতাস্তম্ভের ভূ-গর্ভস্থ জাদুঘরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভিত্তিক প্রামান্যচিত্র/পোস্টার প্রদর্শনীসহ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

অপর পৃষ্ঠা-১০ সদয় দ্রষ্টব্য।

২৫।	স্মারক ডাক টিকিট অবমুক্তকরণ: সভায় ডাক ও টেলিযোগাযোদ বিভাগের প্রতিনিধি জানান, অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও স্মারক ডাক টিকিট অবমুক্তকরণের বিষয়ে সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	স্মারক ডাক টিকিট অবমুক্তকরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর।

০৩। সভাপতি এ পর্যায়ে মহান বিজয় দিবসের কর্মসূচি সফল করার জন্য আমন্ত্রপত্র, কুচকাওয়াজ ও যান্ত্রিক বহর প্রদর্শনী, আসন বিন্যাস, আলোকসজ্জা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর মতামত আহবান করেন। এ পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পত্রের ক্যাটাগরী অনুযায়ী আমন্ত্রণ পত্র বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। উপস্থিত সদস্যগণ জাতীয় স্মৃতিসৌধ/প্যারেড গ্রাউন্ডসহ বিজয় দিবসের সকল অনুষ্ঠানে যথাসময়ে আমন্ত্রণপত্রসহ অনুষ্ঠানে প্রবেশ এবং নির্ধারিত আসনে অবস্থান নেয়ার বিষয়ে আলোচনা করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:

ক) 'দি ফ্লাগ রুলস' (People's Republic of Bangladesh Flag Rules, 1972) অনুযায়ী সঠিক মাপ ও রঙের জাতীয় পতাকা যথাযথভাবে উত্তোলন করতে হবে;

খ) গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবন/স্থাপনাসমূহে জাঁকজমকপূর্ণভাবে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করতে হবে;

গ) সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক তার অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা/বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আমন্ত্রণপত্র বিতরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

ঘ) প্যারেড গ্রাউন্ডের অনুষ্ঠানে আসন ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে হবে;

চ) ১৬-১২-২০২১ তারিখ ভোর ৬.৩৪ মিনিটে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানের জন্য ঢাকা থেকে সাভার পর্যন্ত সজ্জিতকরণ ও সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

ছ) ঢাকা-সাভার মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে নির্মিত বিলবোর্ড/তোরণ যা ভিভিআইপিগণের নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় এ বিষয়ে সকলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

জ) সকল উপকমিটি কর্তৃক নিয়মিত এবং সময়মত সভা করে মহান বিজয় দিবসের কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

০৪। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলের সহযোগিতা কামনা করে এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সবার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২৭/১০/২০২১
(খাজা মিয়া)
সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ও
আহবায়ক
মহান বিজয় দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে গঠিত
স্টিয়ারিং কমিটি।

স্মারক নং ৪৮.০০.০০০০.০০১.৪২.০০৩.২১- ১১২

তারিখ: ২৪ কার্তিক, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ০৯ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০২। সেনাবাহিনী প্রধান, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সেনা সদর, ঢাকা।

০৩। নৌবাহিনী প্রধান, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, সদর দপ্তর, ঢাকা।

অপর পৃষ্ঠা-১১ সদয় দ্রষ্টব্য

০৪। বিমান বাহিনী প্রধান, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী, সদর দপ্তর, ঢাকা।
০৫। সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৬। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৭। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯। সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, গণভবন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১০। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সিনিয়র সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। সিনিয়র সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৪। মহা-পুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
১৫। প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
১৬। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭। সচিব, জনবিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।
১৮। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯। সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২১। সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২২। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২৩। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৪। সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৫। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৬। সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৭। সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৮। সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৯। সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩০। সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩১। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩২। সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৩। সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৪। সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৫। জিওসি, ৯ পদাতিক ডিভিশন, সাভার সেনানিবাস, ঢাকা।
৩৬। মহাপরিচালক (বিজিবি), বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ, পিলখানা, ঢাকা।
৩৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষাবাহিনী, খিলগাঁও, ঢাকা।
৩৮। মহাপরিচালক, কোষ্ট গার্ড সদর দপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
৩৯। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪০। মহাপরিচালক, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল, স্কাউট ভবন, কাকরাইল, ঢাকা।
৪১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ৮৮ মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা।
৪২। মহাপরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা।
৪৩। প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৪। বিভাগীয় কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা।
৪৫। পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি), ঢাকা।
৪৬। এ্যাডজুটেন্ট-জেনারেল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সেনা সদর দপ্তর, ঢাকা।
৪৭। মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর, ঢাকা।

অপর পৃষ্ঠা-১২ সদয় দ্রষ্টব্য

৪৮। মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা, ঢাকা।
৪৯। প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৫০। প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৫১। প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, তেজগাঁও, ঢাকা।
৫২। প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৫৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি, নগরভবন, গুলশান সেন্টার পয়েন্ট, ডিএনসিসি গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।
৫৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, নগরভবন, ঢাকা।
৫৫। প্রশাসক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, মগবাজার, ঢাকা।
৫৬। জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
৫৭। পুলিশ সুপার, ঢাকা।
৫৮। প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, আরবরিকালচার, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৫৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাভার, ঢাকা।

০৯/১১/২১

(কাজী আবেদ হোসেন)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
টেলিফোন-৯৫৭৮৬৪৮
info.molwa@yahoo.com

স্মারক নং ৪৮.০০.০০০০.০০১.৪২.০০৩.২১- ১১৭

তারিখ: ২৪ কার্তিক, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
০৯ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)
০১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
০২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৩। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৪। সিস্টেম এনালিস্ট, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
০৫। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৬। যুগ্মসচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন/গেজেট, সনদ ও প্রত্যয়ন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৭। অফিস কপি/মাস্টার ফাইল।

০৯/১১/২১

(কাজী আবেদ হোসেন)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)